Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
Volume-VI, Issue-III, January 2018, Page No. 111-118
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

উপনিষদের নীতিতত্ত্ব ও ব্যাবহারিক জীবনবোধ

কৃষ্ণ ধীবর
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ

Abstract

Upanishad is the concluding portion of the veda. This is called jnanakanda . Ethics means moral principle or system which controls man's behavior. Upanishdic ethics is very important in our everyday life. Man are rudderless in his practical life. In this short article I want to highlight the basic features of ethics of the Upanisad in one side, and in another side I want to show how the ethics of the Upanishad reflects the everyday life or livelihood of the individual in their lifestyle. An individual can represents himself as a spiritual personality if he fully realize the aim or goal of the ethics of the Upanishad. in this short Discourse would like to also focus the non –dualistic concept which is a important subject matter of Upanishad to show the actual impact of ethics of the Upanishad in our lifestyle.

Keywords: Upanishad, Veda, Moral principle, Dualistic concept, Nititatva.

"অসতো মা সদ্‌গময়
তমসো মা জ্যোতির্গময়
মৃত্যোর্মাঽমৃতং গময়।"[1]

অসৎ থেকে সৎ-এর পথে নিয়ে চল, অন্ধকার থেকে আলোর অভিমুখে নিয়ে চল, এবং মৃত্যু থেকে অমৃতের রাজ্যে নিয়ে চল- ঋষির এই বাণী হৃদয়ের অন্তঃস্থলের চির আকুতি, যেখানে জীব চির মুক্ত, যেখানে চির শান্তির রাজ্যে জীব গমন করতে পারে। অন্তরের এই 'মনের মানুষ'টির সঙ্গে তার যোগ চিরকালের। এই যোগ যখনই ছিন্ন হয়, তখনই সে বড় একা। ভিতরের সেই মানুষটির সঙ্গে বাইরের আমির সংঘাতেই আজ জীবনের অনেক রুক্ষ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় মানুষকে। সমাধানের পথ খুঁজতে গিয়ে অনেক সময় জীবনের মূল্য হারিয়ে যায়। দুর থেকে মহাসাগরের মতো মৃত্যু হাতছানি দেয় –

"ওগো আমার এই জীবনের শেষ পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ তুমি কও আমারে কথা।"[2]

সদ্যজাত শিশু থেকে বৃদ্ধের মানসিকতা আজ উগ্র, যান্ত্রিক সভ্যতার অযাচিত কলঙ্ক মানুষের উগ্র মানসিকতাকে প্রতিযোগিতার সাঁড়িতে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। ধৈর্য্যের পরীক্ষায় সে আজ অনুত্তীর্ণ, আদর্শের মাপকাঠিতে মানুষ

[1] বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ -১/৩/২৮

[2] গীতাঞ্জলি -১১৬ সংখ্যক কবিতা

আজ দিশেহারা, শত শত সাম্রাজের ভগ্নশেষ পরে যাঁরা সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন, তাঁরা আজ রণদুন্দুভির করাল গ্রাসে আবদ্ধ। 'পথের পাঁচালী'র অপু যে সম্পর্কের বাঁধনে আশ্রয় পেয়েছিল দিদির বৃষ্টিভেজা আঁচলের আড়ালে, সেই সম্পর্কের জন্য মানুষ আজ হা-পিতেস করে। অর্থের বিনিময়ে লালিত হয় সম্পর্কের মিথ্যে বাঁধন, এই সমাজের মানুষ আজ সত্যই বুঝতে পারে না তারা জীবিত মৃত। সেই সমাজের মানুষকে আজ লড়াই করতে হয় নিজের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য, এই কলঙ্কিত উগ্র অধৈর্য্য মানসিকতার ক্যানসারে সমাজ আজ স্তব্ধ, জীবন আজ গতিহীন।

একদিকে সম্পর্কের মিথ্যে বাঁধন অন্যদিকে অন্যদিকে স্বার্থ-পরার্থের দ্বন্দ্ব, এরই মাঝে হিংসা, হতাশা জীবনকে গ্রাস করছে পদে পদে। তাই নিরানন্দময় জীবন মুক্তির জন্য হাহাকার করছে ক্ষণে ক্ষণে। আবার আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক দুঃখের যাঁতাকলে পিষণরত মানুষ প্রতিনিয়ত মুক্তির উপায় খোঁজে। কিন্তু মুক্তি কোথায় ? কিভাবে দুঃখ ছাড়পত্র পায় জীবন থেকে? এ সমস্যার সমাধান মানবান্তরে লুকিয়ে থাকা মানসিক বিশ্লেষণেই সম্ভব। যে অনুভুতি বাইরের অন্যায়-অত্যাচারের তীব্র প্রতিবাদ করে সত্যের পথে জীবনকে পরিচালিত করে। আর জীবন তখন গেয়ে ওঠে –"না জানি কেন রে এতদিন পরে জাগিয়া উঠেছে প্রাণ"[3] হৃদয়ের অন্তঃস্থলে লুকিয়ে থাকা এই অনুভুতিই নৈতিক দর্শন। অন্যভাবে বলা যায়, এই নৈতিক নিয়ম অন্তরাত্মা বা বিবেকেরই আদেশ, যা তার ভিতরের সেই 'আমি'র দ্বারা চালিত। নীতিবোধই জীবনের অন্যতম কোরক। সেই নীতিবোধে যখন ঋষির মানসিকতার ছোঁয়া লাগে তখন তা নীতিতত্ত্বে পরিণত হয়। এই নীতিতত্ত্বের চরম ও পরম পরিণতি ঘটেছিল বৈদিক যুগের অন্তিমলগ্নে বিকশিত উপনিষদের অন্তরালে। যেখানে ঋষিরা জীবনের ভালো-মন্দ সকল অনুভূতির সঙ্গে বেদান্তের তত্ত্বকে মিশিয়ে ব্যাবহারিক জীবনের রসায়ন তৈরী করেছেন।

উপনিষদ্ জীবনচক্রের অন্তিম অনুভূতি। গুরুর পাদমূলে উপবেশন করে শিষ্য জীবনের রহস্যময় তত্ত্বগুলির অনুসন্ধান করত, তাই উপনিষদ্ রহস্যবিদ্যা নামে অভিহিত। জীবনের দ্বন্দ্ব, সংঘাত, হতাশা, স্খলন ইত্যাদি মানসিক বৃত্তিগুলির দ্বারা মানুষ যখন বিপর্যস্ত, ঠিক তখনই নীতিতত্ত্বের হাত ধরে সে পথে ফেরে, তাই উপনিষদে নীতিতত্ত্বের গুরুত্ব অসীম। ঔপনিষদিক নীতিতত্ত্বের অন্তরালে বর্তমান ক্যানসারগ্রস্ত সমাজ কিভাবে মুক্তি পেতে পারে, তাই বর্তমান পত্রের সারাৎসার।

প্রথমেই আসি, ঈশোপনিষদের সামাজিকতায়, সেখানে প্রথমেই এক চিরন্তন শক্তির দ্বারা সমাজকে বেঁধে দেওয়ার ইঙ্গিত মেলে। যে সমাজের মানুষ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত ত্রিবিধ দুঃখের (আধ্যাত্মিক, আদিদৈবিক, আদিভৌতিক) যাঁতাকলে পিষছে, আর অন্যদিকে মুক্তির জন্য হাহাকার করছে। কিন্তু নিজের মুক্তি সহজে সম্ভব নয়। একটি প্রচলিত গল্প আছে, একবার এক বক্তা ভাষণ দেবেন বলে মঞ্চে উঠলেন, মঞ্চে উঠেই ভাষণ না দিয়েই আবার নেমে এলেন, তারপর সকল শ্রোতাদের একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে কিছু ফোলানো বেলুনে নিজেদের নাম লিখে মাটিতে ফেলে পুনরায় নিজের নিজের নাম লেখা বেলুন খুঁজতে বললেন। কিন্তু কিছুক্ষণ সেখানে বিশৃঙ্খলতা সৃষ্টি হল, কেও তাঁদের নিজেরদের নাম লেখা বেলুন পেল না। অবশেষে বক্তা বললেন, যেকোনো একটি করে বেলুন তুলে তাতে যাঁদের নাম লেখা আছে তাঁদের হাতে দিতে। তাতে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রত্যেকে তাঁদের নাম লেখা বেলুন হাতে পেলেন। বক্তা বোঝাতে চাইলেন নিজের সুখ নিজের মধ্যে নয়, অপরের মধ্যে নিহিত। সুতরাং মানবকল্যাণের মধ্য দিয়েই সেই মুক্তির খোঁজ মেলে, যেখানে সে নিজেকে অপরের মধ্যে অনুভব করে-"যস্তু **সর্ব্বাণি** ভুতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি"। প্রত্যেক মানুষই মুক্তির অধিকারী, শাস্ত্রমতে চুরাশি লক্ষ প্রজাতি পরিভ্রমণের পর জীব নিজের এবং অপরের কল্যাণের জন্য মনুষ্যদেহ লাভ করেছে, যা তার জীবনের শ্রেষ্ঠ উপহার । মানুষ কোনো বিশেষ আকৃতির নাম নয়, তার মধ্যে আছে সৎ-অসৎ, কর্তব্য-অকর্তব্য, ভালো-মন্দের বিচারবোধ, যা অনাদি ও ঈশ্বরপ্রদত্ত। এই বিচারবোধকে গুরুত্ব দিয়েই মানুষ জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির সাহায্যে অপরের কল্যাণ সাধন করে নিজের

[3] প্রভাত সংগীত – রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মুক্তির পথে উত্তরণ ঘটাতে পারে । অহংবোধ মানুষকে মুক্তি থেকে পথভ্রষ্ট করে সেই অহং ত্যাগের ইঙ্গিত মেলে ঋষিকণ্ঠে "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা" সুতরাং বৈরাগ্যের পথে মুক্তির পথ দেখিয়ে হিরণ্ময় পাত্রের সন্ধান দিয়েছেন উপনিষদ্ ঋষিরা।

ঈশোপনিষদের মন্ত্রে জ্ঞান-কর্ম-ভক্তির মধ্য দিয়ে যে অহংকার ধ্বংসের কথা বলা হয়েছে তা কেনোপোনিষের উপাখ্যানের আড়ালেও বর্ণিত, দেবাসুর সংগ্রামে অহংকারী দেবতাদের নিকট উপস্থিত হয়ে ব্রহ্ম তাঁর স্বরূপ চিনিয়েছেন, জানিয়েছেন অহংকারের প্রকৃত ফল পরাজয়। সমাজ বেঁচে থাকে ত্যাগ ও ভোগের ইমারতেই, কিন্তু সেই ভোগ কর্তৃত্বহীন, যে ভোগে সন্ন্যাসীও চোরের সামনে মাথানত করে, সেই ভোগে থাকে না কোনো শোক, থাকে না কোনো মোহ, এই শোক ও মোহের ঊর্দ্ধে ঋষি অনুভব করেন "তরতি শোকং আত্মবিদ্।"

এই যে সব কিছুকে পাওয়া, সব কিছুকে ভোগ করা, এর জন্য একটা মূল্য দিতে হয়। জীবন আমদের নয়, তা পরমাত্মার আনন্দের জন্যই, সুতরাং জীবন দিয়ে মূল্য দেওয়ার অর্থ ধার করে ঋণ শোধ করা। তাই জীবনের এমন কিছু অনুভূতি দিয়ে যদি তার মূল্য দিতে পারি তবেই তা সার্থক। বিধাতা আনন্দের প্রকাশই হল জড়-জগৎ। সুতরাং তাঁর আনন্দেই আনন্দিত হওয়া, দুঃখে দুখি হওয়া - এ সবই তার মূল্যবোধের পরিচয়। যা উপনিষদের পাতায় ধ্বনিত হয়েছে।

সমগ্র উপনিষদের মূল তত্ত্বই হল আত্মা, ব্রহ্ম এবং সেই আত্মা ও ব্রহ্মের একত্ব সাধন। মহর্ষি আরুণি পুত্র শ্বেতকেতুকে জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বললেন-

> "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত।[4]

অর্থাৎ হে সোম্য, জগৎ সৃষ্টির পূর্বে এক ও অদ্বিতীয় অসৎ রূপে বিদ্যমান ছিল এবং সেখান থেকেই জগতের সৃষ্টি। এই উপদেশ দেওয়ার পর আরুণি পুনরায় প্রশ্ন তুললেন-"কৃতস্তু খলু সৌম্যেবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি।" অর্থাৎ অসৎ বা শূন্য থেকে এই পরিদৃশ্যমান বাস্তব জগতের সৃষ্টি কিরূপে হবে? উত্তরে বলা যায়, সৃষ্টির পূর্বে সৎ কেউ ছিলেন, তিনি এক ও অদ্বিতীয়-"সদেব সোম্যেদমগ্র আমীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্।" সেই সৎ তত্ত্ব সৃষ্টির পূর্বে ইচ্ছা করলেন, আমি এক আছি, বহু রূপের দ্বারা লোক সকল সৃষ্টি করিব-"স ঈক্ষত লোকান্নু সৃজা ইতি।"[5] তারপর তাঁর ইচ্ছা থেকেই তেজ সৃষ্টি হল এবং সেই তেজ হইতে- "তদপোঽসৃজত", পরে সেই জল থেকে অন্ন সৃষ্টি হল। পুনরায় প্রশ্ন হল সৎস্বরূপ তেজে পরিণাম প্রাপ্ত হলে সেই সৎ-স্বরূপের শুদ্ধত্ব আর থাকল কি ? উত্তরে বলা যায় সৎ-তত্ত্ব থেকে তেজতত্ত্ব বা তেজতত্ত্ব থেকে জলতত্ত্ব সৃষ্টি হলেও সেই সৎ-স্বরূপের কোনো হানি হয় না। কারণ সেই সৎ পদার্থ চিৎ - অচিৎ-রূপে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও তিনি অখণ্ড থাকেন, কারণ উপনিষদানুসারে তিনি অখণ্ড অনন্ত-

> "ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
> পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে।"[6]

সেই অখণ্ড অনন্ত তত্ত্ব ত্রিবৃত করণেরর মধ্য দিয়ে নামরূপে অভিব্যক্ত হলেন। উপনিষদের এই ভাবনা অনুসারে জগতের অণু-পরমাণুর মধ্যেই সেই পুর্ণ ব্রহ্মের বাস। বেদান্তের এই অখণ্ডবোধ থেকে যখন জীব অনুভব

---

[4] ছান্দোগ্যপনিষদ্- ৬/২/১

[5] ঐতরেয়োপনিষদ্- ১/১/১

[6] ঈশোপনিষদ্ শান্তিপাঠ

করবে কারো সাথে ভেদ নেই, একটা তৃণের জীবনের যা মূল্য, আমার জীবনের মূল্য ঠিক তাই ই, তখন জীবনের সকল হিংসা দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে উঠে সে অনুভব করবে-

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।"[7]

অর্থাৎ যখন জীব সকলের মধ্যে নিজেকে অনুভব করবে এবং সকল জীবকে নিজের মধ্যে অনুভব করবে, তখন হিংসা সরে গিয়ে অহিংসভাবে তার হৃদয় পূর্ণ হবে। এইভাবে ঔপনিষদিক আদর্শকে নীতিতত্ত্বের দৃষ্টিতে বিচার করলে দেখা যায়। উপনিষদের অখণ্ডবোধ থেকে অহিংসাতত্ত্বের জন্ম হয়, যা জীবকে নৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ করে তোলে। উপনিষদের এই তাত্ত্বিকভাবনা ব্যাবহারিক জীবনে সাধনায় রূপান্তিত হয়ে ওঠে।

স্বার্থ-পরার্থের দ্বন্দ্বে মানুষ আজ দিশেহারা। ক্ষুদ্র স্বার্থের বিনিময়ে সে আজ বৃহত্তর স্বার্থ জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুস্ত। সে ভুলে যায় যে পরার্থের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে ব্যক্তিগত অনেক বড় স্বার্থ। যে স্বার্থ পূরণের জন্যই মৈত্রী ঘর ছেড়ে সন্ন্যাসী হয়েছেন, আবার নচিকেতাও একই স্বার্থ পূরণের জন্যই যমের প্রলোভন ত্যাগ করেছেন। তাই বলা যায় সেদিনের সমাজে স্বার্থ পরার্থের দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছিল উপনিষদের অদ্বৈত ভাবনা থেকে। বুদ্ধিবৃত্তির সাহায্যে হৃদয়বৃত্তিকে উদার করতে শিখিয়েছেন উপনিষদ্ ঋষিরা। তাঁদের মতে প্রেম, প্রীতি, স্নেহ ইত্যাদি হৃদয়বৃত্তির পূর্ণ বাঁধনে স্বার্থ-পরার্থের দ্বন্দ্ব সরে গিয়ে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। একান্ত স্বার্থপর জীবও স্নেহের বাঁধনে পরাজিত হয়, মা যেমন তাঁর সন্তানের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করতে দ্বিধাগ্রস্থ হন না, প্রেমিক যেমন তার প্রেমাস্পদের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে। এক ভাই তার ভায়ের জন্য তার নিজের স্বার্থ টুকুও ত্যাগ করতে রাজী। মা সন্তানের জন্য, প্রেমিক প্রেমাস্পদের জন্য বা ভাই ভায়ের জন্য নিজস্বার্থটুকু ত্যাগ করে, কারণ তারা ভাবে তারা পরস্পর একান্ত আপন, নিজেদের মধ্যে তাঁদের আপনজনকে অনুভব করেন তাঁরা—

"যস্তু সর্ব্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্ব্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে।"[8]

এই অখণ্ডবোধ বা একান্তবোধের দ্বারা জীব সকলের মধ্যে নিজেকে অনুভব করে। প্রেম-প্রীতির বাঁধনে জীব যখন আকৃষ্ট হয় তখন স্বার্থ-পরার্থের দ্বন্দ্ব মুছে যায়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে মৈত্রীর প্রতি যাজ্ঞবল্ক্যের উক্তি যেন তারই প্রমাণ—

"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবত্যাত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি।"[9]

অর্থাৎ জায়ার নিকট পতি প্রিয় হয় তা পতির কারণে নয়, পতির নিকট জায়া প্রিয় হয়, তা জায়ার কারণে নয়, জায়ার নিকট পুত্র প্রিয় হয়, তা পুত্রের কারণে নয়, তারা প্রিয় হয় তার কারণ একই আত্মা সকলকে ব্যাপ্ত করে আছে বলে। এক আত্মা যখন সকলকে ব্যাপ্ত করে আছে, তখন ভেদাভেদের প্রয়োজনীয়তা কোথায়? সুতরাং "একো বশী সর্বভূতান্তরাত্মা"[10] এই অনুভূতিই একাত্মবোধের বা অখণ্ডবোধের জনক, নিজের ভোগ সুখ বলে কিছু নেই তা সকলের মধ্যেই পরিব্যাপ্ত। একটি প্রচলিত আখ্যান পাওয়া যায়, এক বক্তা ভাষণ দিতে মঞ্চে উঠেই আবার নেমে

---

[7] ঈশোপনিষদ্ ৬
[8] ঈশোপনিষদ্ ৬
[9] বৃঃ উঃ - ৪/৫/৬
[10] কঃ উঃ - ২/২/১২

এলেন, এবং সমস্ত শ্রোতাদের একটি ঘরে নিয়ে গিয়ে তাঁদের হাতে একটি করে বায়ুভর্তি বেলুন দিয়ে বললেন, নিজেদের নাম লিখে ফেলে দিতে, শ্রোতারা তাই করলেন। তারপর বক্তা বললেন, এবার নিজেদের নাম লেখা বেলুনটি খুঁজতে, কিন্তু কেউ নিজেদের নাম লেখা বেলুন খুঁজে পেলেন না। তারপর বক্তা বললেন যেকোনো একটি বেলুন খুঁজতে, এবং তাতে যাঁদের নাম লেখা আছে তাঁকে ফেরত দিতে। ফলে প্রতেক্যেই নিজেদের বেলুন খুব তারাতারি হাতে পেলেন, বক্তার বক্তব্যের উদ্দেশ্য ছিল এটাই, যে নিজের আনন্দ নিজের মধ্যে নয়, অপরের মধ্যেই নিহিত। এই হৃদয়বৃত্তির প্রকাশ উপনিষদের অন্যতম নৈতিক দর্শন।

উপনিষদ্ অনুসারে জীবন আনন্দের বহিঃপ্রকাশ, বিধাতা আনন্দের জন্যই জীব সৃষ্টি করলেন। সুতরাং আনন্দই জীবনের অন্তস্থলের মূল উৎস। তাই জীবন যে পথেই পরিচালিত হোক না কেন, তাঁর হৃদয়ের নৈতিক আদর্শ সবার উর্ধ্বে। তাঁর হৃদয়ের আকাশে যেদিকে তাকাবে সেদিকেই সেই আনন্দের প্রকাশ। ব্যক্তি হৃদয়ের সেই প্রকাশকেই চিনিয়ে দিয়েছেন উপনিষদ্ ঋষিরা। হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষায় বলা যায়-

"উপনিষদের ঋষি কি মায়া অঞ্জন চোখে মাখিয়ে জগতকে দেখেছিলেন জানি না, তবে তা যেন আনন্দলোকের সংবাদ তাঁকে এনে দিয়েছিল, সে কথা ঠিক। তাই তাঁরা যেদিকে নয়ন মেলাতেন সবই ভালো ঠেকত, সবই আনন্দ এবং হাসিতে উদ্বেল হয়ে উঠত।"[১১]

ঋষির এই আনন্দতত্ত্বই জীবনদর্শনের অন্যতম দিক। সে নীতিতাত্ত্বিক হোক বা দার্শনিক, সে যখন জীবনের আমিকে চিনে তাঁর সঙ্গে বিলীন হয়ে যায়, তখন তাঁর সেই চেনা রাজ্যে আনন্দ ছাড়া কিছুই থাকে না। সমাজের নৈতিকতার সঙ্গে উপনিষদ্ ঋষির এই আনন্দ যুক্ত হলে তা আর তত্ত্ব থাকে না দর্শন হয়ে ওঠে।

যাইহোক উপনিষদ্ একটি সাহিত্য আর সাহিত্য হল হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে বেরিয়ে আসা কিছু অনুভূতির প্রকাশ। যে অনুভূতির অন্তরালে লুকিয়ে থাকে জীবনের বহু সমস্যা। বেদান্তঋষি অখণ্ডবোধের মধ্য দিয়ে, কখনো বা শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের মধ্য দিয়ে, আবার কখনো ব্রহ্মোপাসনার মধ্য দিয়ে সেই সূত্র খুঁজতে চেয়েছেন। যে সূত্রে তাঁদের দার্শনিকতা বা নৈতিকতা একই সরলরেখায় মিলিয়ে গেছে এবং জীবনের অনেক দ্বন্দ্ব ঘুচিয়ে জীবনকে "সত্যমেব জয়তে"[১২] এর সামনে দাঁড় করিয়েছেন তাঁরা। তাই উপনিষদের যুগেই হোক বা আজকের আধুনিক যুগেই হোক, জীবনের কঠিন বাস্তবকে জয় করেই সেই অনুভূতির জন্ম হয়, তাই সেই অনুভূতিকে নীতি বললেও তা আসলে দর্শনই।

প্রশ্ন উঠতেই পারে, উপনিষদে এক উচ্চ স্তরের আধ্যাত্মিক তত্ত্ব বর্ণিত। যে তত্ত্বের সাধনা মনের নিভৃত কোণেই সম্ভব, বর্তমান কোলাহলময় সমাজে বা প্রতিদিনের জীবনে সেই উচ্চতম দর্শনের প্রযোগ কি সত্যই সম্ভব ? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর লুকিয়ে আছে কুরুক্ষেত্রের রণাঙ্গনে, যেখানে শ্রীকৃষ্ণ উচ্চতম জীবনদর্শনের উপদেশ দিয়েছেন। অর্জুন যদি কোলাহলময় রণাঙ্গনে দাঁড়িয়ে সেই তত্ত্ব অনুধাবন করে তা প্রয়োগ করতে পারেন, তবে আমাদের জীবনের ব্যস্ততা তার থেকে অনেক অনেক কম। তাই প্রশ্ন যাই উঠুক না কেন? বা উপনিষদ্ যে কালেই রচিত হোক না কেন? উপনিষদের নৈতিক দর্শন নৈরাশ্যবাদী নয়, আশা বাদী । সুতরাং উপনিষদ্ ঋষির ত্যাগ, ভোগ, বৈরাগ্য, নৈতিক দর্শনের ই অঙ্গ। তাই এই আশা রেখেই আলোচনার ইতি টানছি- নচিকেতা আবার জন্মগ্রহণ করুক এই পৃথিবির বুকে, মৈত্রী ফিরে আসুক ঘরে ঘরে, তাঁদের মানসিকতায় বেড়ে উঠুক আজকের সমাজ।

বাংলা সংস্করণ :
মূলগ্রন্থ :

[১১] দ্রঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, উপনিষদের দর্শন, পৃঃ- ১২৮

[১২] মুণ্ডক উপনিষদ্

1) উপনিষদ্ (শঙ্করভগবৎকৃত ভাষ্যসমেতা), পণ্ডিত ৺দুর্গাচরণ সাংখ্য- বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, নবম সংস্করণ, ২০১০।

2) কঠোপনিষদ্ (শঙ্করভগবৎকৃত ভাষ্যসমেতা), স্বামী জুষ্টানন্দ অনুদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৭, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, ২০১১।

3) গীতাঞ্জলি–রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ প্রকাশিত, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১৩১৭, পুনর্মুদ্রণ, ১৪১৯।

4) ব্রহ্মসূত্র (তৃতীয়, শ্রীভাষ্য সহিত), পণ্ডিত ৺দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, প্রকাশকাল, ১৩২০।

5) বেদান্তদর্শনম্, স্বামী চিদ্‌ঘনানন্দ পুরী ও শ্রী আনন্দ ঝা ন্যায়াচার্য্য সম্পাদিত, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, পঞ্চম পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬।

6) বেদান্তদর্শনম্, কালিবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত, দেবসাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, প্রকাশ, ২০১০।

7) বেদান্তসারঃ, কালিবর বেদান্তবাগীশ সম্পাদিত, সেন্ট্রাল বুক পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রকাশ, ১৪০২ বঙ্গাব্দ।

8) বেদান্তপরিভাষা, করুণাসিন্ধু দাস সম্পাদিত, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, কলকাতা, প্রথম পরিমার্জিত সংস্করণ, ১৯৯৫, তৃতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, ২০০৪।

9) বৃহদারণ্যকোপনিষদ্ (সমগ্র খণ্ড), পণ্ডিত ৺দুর্গাচরণ সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ সম্পাদিত, দেব সাহিত্য কুটির প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, পঞ্চম সংস্করণ, ২০০১।

10) শ্রীমদ্‌ভগবদগীতা (মধুসূদন সরস্বতী টীকা সহিত), শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ব্রহ্ম সম্পাদিত, নবভারত পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৩৯৩, পুনর্মুদ্রণ, ২০০৬।

11) সঞ্চয়িতা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত, সাহিত্যম্, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ-১৩৩৮, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৪১৫।

<u>সহায়ক গ্রন্থাবলী :</u>

অনির্বাণ, উপনিষৎ প্রসঙ্গ (প্রথম খণ্ড), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ ১৩৭২, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৬।

অনির্বাণ, উপনিষৎ প্রসঙ্গ (দ্বিতীয় খণ্ড), বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত, বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ, ১৩৭৬, দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৯৮৩, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৮।

চট্টোপাধ্যায়, সতীন্দ্রমোহন, উপনিষদের কথা, সাহিত্য সংসদ,কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৭২ তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৫।

দত্ত, ভবতোষ, বাঙালী মানসে বেদান্ত, সাহিত্যলোক, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬।

দিব্যবন্ধু, উপলব্ধিতে বেদ ও উপনিষদ্, সিদ্ধাশ্রম গবেষণা কেন্দ্র, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, প্রথম প্রকাশ, ১৮২০।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, উপনিষদ্ ও রবীন্দ্রনাথ, নবপত্র প্রকাশন, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ – ১৯৮০ চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১২।

বন্দোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, উপনিষদের দর্শন, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৬৩।

বন্দ্যোপাধ্যায়, হিরণ্ময়, উপনিষদের বাণী, গীতা প্রকাশনী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৩৮১।
বসু, নগেন্দ্রনাথ (সংকলক), বিশ্বকোষ (দ্বিতীয় খণ্ড), শ্রী উপেন্দ্রচন্দ্র বসু কোং কর্ত্তৃক প্রকাশিত, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১২৯৮।
বসু, নগেন্দ্রনাথ (সংকলক), বিশ্বকোষ (নবম ভাগ), বি আর পাবলিসিং কর্পোরেশন, দিল্লী, প্রথম প্রকাশ, ১৮৮৬- ১৯১১, পুনর্মুদ্রণ, ১৯৮৮।
বসু, যোগীরাজ, উপনিষদের ভাবাদর্শ ও সাধনা, বিশ্বভারতী, প্রকাশকাল, ১৯৭৫।
ভট্টাচার্য, কালিদাস, ভারতীয় সংস্কৃতি ও অনেকান্ত বেদান্ত, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮২।
ভট্টাচার্য, শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র, বিবেকানন্দের বেদান্তচিন্তা, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটীউট অব কালচার, গোলপার্ক, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯০।
ভট্টাচার্য, মোহন (সংকলক), ভারতীয় দর্শনকোষ (প্রথম খণ্ড), সংস্কৃত কলেজ, কলকাতা, প্রকাশকাল, ১৯৭৮।
ভূতেশানন্দ, স্বামী, উপনিষদ্ ও আজকের মানুষ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৮৭, ১৬তম পুনর্মুদ্রণ, ২০১২।
মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দগোপাল, উপনিষদের অমৃত, শ্রীসারদা মঠ, প্রথম সংস্করণ, ২০১৩।
রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী-উপনিষদের সন্দেশ, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, ১৯৯৮, নবম পুনর্মুদ্রণ, ২০১০।
রঙ্গনাথানন্দ, স্বামী-উপনিষদের শক্তি ও মনোহারিত্ব, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৮৬, তৃতীয় পুনর্মুদ্রণ, ২০০১।
সরস্বতী, প্রজ্ঞানানন্দ, বেদান্ত দর্শনের ইতিহাস (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ), স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ ট্রাষ্ট, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৩৭৩।
সেনগুপ্ত, শঙ্কর (অনুবাদক), দি রিলিজিয়ান অফ ম্যান প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, ২০১৪।

সংস্কৃত **সংস্করণ**

<u>মূলগ্রন্থঃ</u>

अद्वैतसिद्धिः, अनन्तकृष्णशास्त्रणा सम्पादितः, पाडुरङ्ग, जावजी इत्येतैः प्रकाशितः, प्रकाशकालः - 1937

शब्दकल्पद्रुमः (प्रथम-खण्डः), स्यार राजा राधाकान्त देवः (सम्पादकः), मोतीलाल, वेनारसी दास, दिल्ली, प्रकाशकालः, अनुल्लिखितः

<u>सहायक ग्रन्थ</u>

त्रिवेदी, राजेन्द्रकुमार, उपनिषद्कालीन समाज एवं संस्कृति, परिमल पावलिकेशनस्, दिल्ली, प्रथम संस्करण, 1693

<u>পত্র-পত্রিকা</u>

১. উদ্বোধন, উদ্বোধন কার্যালয়, কলকাতা, ১১৬তম সংখ্যা, ১৪২০ বঙ্গাব্দ।

২. সংস্কৃত বিভাগীয়া গবেষণা পত্রিকা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান, ২০১০।

Reference Book (English Ed.)

Mukhopadhayay, Go**b**indagopal, Studies in the Upanishads, Sanskrit College, Kolkata, 1960**.**

Nikhilananda, Swami (Ed.), THE UPANISHADS (Volume- IV), HARPER AND BROTHERS PUBLISHERS, NEW YORK, First Ed. 1959**.**

Radhakrishnan. S, INDIAN PHILOSOPHY (Volume 2), OXFORD University Press, 1st published, 1923**.**

Urquhart, W.S Upanishads and LIfe, Gian Publishing House, Delhi, 1st Rpt. 1986**.**